গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
শাখা-০৬ (ভোকেশনাল-০১)
ওয়েব সাইট ঃ www. techedu.gov.bd
ই-মেইল : techedu09@gmail.com

স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৪০.২৭.৩৪৬.১৬.২৬২৫ তারিখ ঃ ২৩/১১/২০১৬ খ্রিঃ

বিষয় ঃ কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানান যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন গাইবান্ধা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেশিনারী) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

i) তিনি অধ্যক্ষকে ম্যানেজ করে কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত কর্মচারী কোয়াটারে তার নিজ নামে মাসিক মাত্র ৮৭৮ (আটশত আটাত্তর) টাকায় বরাদ্দ নিয়ে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে বসবাস করছেন। মিটার না লাগিয়ে মাসিক মাত্র ৩০০/- (তিন শত) টাকায় বিদ্যুৎ বিলের বরাদ্দ নিয়ে হিটার, রাইচ কুকার, টিভি, ফ্রিজ, ইস্ত্রিসহ নানাভাবে ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন ।

ii) তিনি টেন্ডারের মাধ্যমে ফোর স্টোক ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের চাহিদা দিয়ে অতি সু-কৌশলে একটি মোটর সাইকেলের সকল পার্টস এর নাম দিয়ে ঠিকাদারকে পরে তা জানিয়ে একটি মটর সাইকেল নিয়েছেন-যা ব্যক্তিগত কাজে বছরের পর বছর ব্যবহার করছেন এবং উক্ত মটর সাইকেলে ফার্ম ট্রেডের কাঁচামাল পেট্রোল ব্যবহার করে থাকেন।

iii) তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত অত্র প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে অধ্যক্ষের অফিস কক্ষের পাশের কক্ষে প্রকাশ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং বহিরাগতদের নিয়ে জুয়া খেলেন। সাথে সাথে মদ্যপান (অন্যান্য নেশাদ্রব্য) পান করেন । যা প্রায় সময়ই এই শিক্ষকের অফিসের আলমারীতে জমা থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

iv) তিনি অফিসে ধুমপান করেন এবং শতশত সিগারেটের অবশিষ্টাংশ যত্রতত্র ফেলে রাখেন। যার দূর্গন্ধের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক কর্মচারীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতির স্বীকার হচ্ছেন।

v) প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পরোক্ষ মদদে তাঁর দ্বারা শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রায় নানাভাবে লাঞ্ছিত করে থাকেন। তাঁর কারণে পরীক্ষার সম্মানী বন্টন নিয়ে প্রায়ই প্রতিষ্ঠানে বিশৃংখলা দেখা দেয়।

vi) তিনি ড্রাইভিং কারটি মেরামতের নাম করে অধ্যক্ষকে সাথে নিয়ে ইতোমধ্যে খরচ দেখিয়ে কমপক্ষে আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। কারগাড়ির জন্য প্রতি দিন তৈল বাবদ ১৫০০/- থেকে ২০০০/- খরচ দেখানো হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে মাত্র ১৪ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছে।

vii) তিনি অধ্যক্ষকে টাকা প্রদান করে SDP প্রকল্পের মাধ্যমে তার ভাইকে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (বাংলা) পদে চাকুরী দিয়েছেন এবং উক্ত ড্রাইভিং কোর্সে ড্রাইভার হিসাবে তার আর এক ভাইকে চাকুরী দিয়ে নানাভাবে প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তার করেছেন।

viii) তিনি অধ্যক্ষের যোগসাজসে সে অত্র প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসাবেও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিরাপত্তা বিভাগের জন্য মালামাল কেনার নামে প্রতি বছর কমপক্ষে লক্ষাধিক সরকারি টাকা আত্মসাৎ করছেন।

ix) তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের আই টি সেলের দায়িত্ব নিয়ে দপ্তরের গোপনীয় তথ্যাবলী আদান প্রদান করার সুযোগকে সে কাজে লাগিয়ে বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষার ধারাবাহিক এবং চুড়ান্ত ব্যবহারিক নম্বর ছাত্র/ছাত্রীদের কে জিম্মি করে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষকদের দেওয়া নম্বর কমবেশি করে বোর্ডের ওয়েব সাইডে দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন।

এমতাবস্থায়, তাকে এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে পত্র প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব
পরিচালক(ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২৩/১১/১৬

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন
পিআইএমএস আইডি নং-৭৭১৭১০০৩৮৭
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর(ফার্মমেশিনারী)
গাইবান্ধা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। অধ্যক্ষ, গাইবান্ধা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা। (বর্ণিত বিষয়ে তাকে ১০(দশ)কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে বিস্তারিত মতামত/প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।